15 দৈনিক সংবাদ ... FEB ... পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম

মাদারীপুর ও সিরাজগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

মাদারীপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। এ ছাড়া শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্রের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে।

মাদারীপুর থেকে সংবাদদাতা, জানান, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই-পুস্তক, কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব, সকল বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং সর্বোপরি অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরির দরুন মাদারীপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে দীর্ঘদিন হাত দেয়া হয়নি। ফলে জেলার প্রথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা বেড়েই চলেছে।

প্রায় ১০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত মাদারীপুর জেলার ৪টি উপজেলায় মোট ৪২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে শিবচর উপজেলায় ১১৬টি, কালকিনী উপজেলায় ১১২টি রাজের উপজেলায় ৭৮টি ও সদর উপজেলায় ১২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয়। কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ভবন কাঁচা এবং দীর্ঘকাল প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়গুলোর বর্তমানে জরাজীর্ণ দশা। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাউনি নেই, ফলে অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে হচ্ছে। গত কয়েক বছরের ঝড়ে ও বন্যায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যালয়ের ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এ সকল বিদ্যালয় ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার আজ পর্যন্ত হয়নি। বর্ষা মৌসুমে কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে আকাশে মেঘ দেখলেই ছুটি দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে গাছতলায় কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন বাড়ীঘরের [illegible]

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার টেবিল, বেঞ্চ ও ব্ল্যাক বোর্ডের অভাব রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে অনেক বিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের দাড়িয়ে বা মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। এছাড়া চেয়ার-টেবিল না থাকায় অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে দাড়িয়ে ক্লাস নিতে দেখা যায়।

জেলার ৪২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় বর্তমানে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পধ শূন্য রয়েছে। ফলে লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অনেকগুলোতেই নলকূপ নেই। আর অনেক বিদ্যালয়ে নলকূপ থাকলেও সেগুলি মেরামত না করায় অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এ ছাড়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পায়খানা-প্রস্রাবখানার সুব্যবস্থা নেই এবং খেলাধুলার কোন সরঞ্জাম নেই বললেই চলে। এসব সমস্যার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক জানান, সিরাজগঞ্জ জেলার ৯টি উপজেলার ৪শ'৬০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার কোন পরিবেশ নেই। জেলার প্রায় ৭০ ভাগ বিদ্যালয়ের অবস্থা দূর্দশাগ্রস্ত। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে বসার তেমন কোন চেয়ার-বেঞ্চ নেই। অনেক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েরা মাটিতে বসে লেখাপড়া করে। অনেক বিদ্যালয়ে ঘর না থাকায় আকাশের নীচে ক্লাস নেয়া হয়। ফলে শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও সিরাজগঞ্জ জেলায় ২শ' ১২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে অনেক বিদ্যালয় ১০/১২ বছর ধরে সরকারীকরণের অপেক্ষা পড়ে আছে।

অপরদিকে বিভিন্ন উপজেলা পরিষদ অনেক সরকারী বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সমস্ত চেয়ার-বেঞ্চ সরবরাহ করেছিল তা বছর না যেতেই ভেঙ্গে গেছে। নিম্নমানের কাঠ দিয়ে এই সমস্ত চেয়ার, বেঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল বলে তা বেশী দিন টেকেনি। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে আসবাবপত্র সংকট রয়ে গেছে।